



49026 - যবে ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় নষিদিধ এমন একটা বিষয়ে লিপ্ত হয়ছে তববে সে জানত না যবে, এর ফলে কী আরোপে হতে যাচ্ছে?

প্রশ্ন

যবে ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় নষিদিধ এমন একটা ক্রমে লিপ্ত হয়ছে; তববে সে জানত না যবে, এই নষিদিধ ক্রম করার কারণে তার উপরে কী ধরণের কাফফারা ওয়াজবি হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এখানে আমরা এ বিষয়ে দু'টি আকর্ষণ করতে চাই যবে, অনকে হজ্জ ও উমরা পালনছেছু ব্যক্তি এ ইবাদতেরে বধি-বধিান জাননে না। এর ফলে তারা ইহরাম অবস্থায় নষিদিধ বিষয়াবলীতে লিপ্ত হন কথিবা ইবাদতটি অনাকাঙ্ক্ষতি পদ্ধতিতে আদায় করেন। আপনি দেখবেন যবে, তাদের কটে একজন অনকে অর্থ খরচ করছে; বিশেষতঃ সে যদি দূরবর্তী কোন দেশে থেকে এসে থাকে; এরপর সে তার সওয়াবটা নষ্ট করে দেয় কথিবা সওয়াবে ঘাটতি করে; তার উপর অপরহির্ষ বধিবিধিান না জানার কারণে।

তাই এ যবে ব্যক্তি হজ্জ-উমরা আদায় করতে চায় তার উপর ওয়াজবি হল আমলটা শুরু করার আগাই এর বধিবিধিান শখিবে নয়। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "প্রত্যকে মুসলমিরে উপর ইলম অর্জন করা ফরয"। [সুনাানে ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য; আলবানী তার 'তাখরজি মুশকলিতুল ফাকর' গ্রন্থে হাদিসটিকে সহহি আখ্যায়তি করছেন] ইমাম আহমাদ বলেন: হাদসিরে মর্ম হল— যবে ইলম তার প্রয়োজন; যমেন ওয়, নামায, যাকাত (যদি সে সম্পদশালী হয়), হজ্জ ইত্যাদি; সে ইলম অর্জন করা তার জন্য আবশ্যকীয়। [ইবনে আব্দুল বার রচতি 'জামউে বায়ানলি ইলম' (১/৫২)]

হাসান বনি শাক্বকি বলেন: আমি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে জিজ্ঞেসে করছে: মানুষেরে ওপর কোন ইলম শক্বিা করা ওয়াজবি? তিনি বলেন: কোন ব্যক্তি ইলম ছাড়া কোন আমল পালন করার প্রতি অগ্রসর হবে না। জিজ্ঞেসে করে শখিবে নবি। এতটুকু ইলম শখো মানুষেরে উপর ওয়াজবি। [বাগদাদীর রচতি 'আল-ফাক্বীহ ওয়াল মুতাকাফকহি' (পৃষ্ঠা-৪৫)]

এ কারণে ইমাম বুখারী তাঁর সহহি গ্রন্থে একটা পরিচ্ছদে শরিনোম দয়িছেন এভাবে: **باب العلم قيل القول والعمل** (কথা ও কাজেরে আগে ইলম অর্জন)। তববে তার মানে এটা নয় যবে, প্রত্যকে ব্যক্তিকে হজ্জ বিষয়ক একটা বিই মুখস্বত করতে হবে।



বরং প্রত্যেকে মুসলমিরে উপর ওয়াজবি হল তার অবস্থার সাথে যে বধিানগুলো মলি সগেুলো নজিরে যোগ্যতা থাকলে নজিে শখিে নয়ো কথিা আলমেদেরকে জিজ্ঞেসে করে জনেে নয়ো কথিা এমন কারো সঙ্গে থাকা যনি তাকে বধিবিধিানগুলো জানাতে পারবনে এবং যখনই প্রয়োজন হবে তখনই তাকে ওয়াজবি বধিানগুলো জানয়িে দবিনে ।

ইহরাম অবস্থায় নষিদিধ বষিয়াবলী ইতপূর্ববে 11356 নং প্রশ্নোত্তরে আলোচতি হয়ছেে।

কনিত্তু, যে ব্যক্তি কোনে একটি নষিদিধ বষিয়ে লপিত হয়ে গছেে; তবে সে জানত না যে, আল্লাহ তার উপর এতে লপিত হওয়া হারাম করছেনে; তার উপর কোনে কিছু বর্তাবে না। আল্লাহ তাআলা বলনে: "আর এ ব্যাপারে তোমরা কোনে অনচ্ছাকৃত ভুল করলে তোমাদের কোনে অপরাধ নহে; কনিত্তু তোমাদের অন্তর যা স্বচ্ছেয় করছে (তা অপরাধ), আর আল্লাহ কষমাশীল, পরম দয়ালু।"[সূরা আহযাব, আয়াত: ৫]

কনিত্তু, সে ব্যক্তি যদি জানে যে, যে কাজটি সে করছে সেটি ইহরাম অবস্থায় নষিদিধ, ইহরাম অবস্থায় করা হারাম; কনিত্তু সে ধারণা করনে যে, এ কাজের কারণে এতসব বধিবিধিান আরোপতি হবে; এর সম্পর্কে শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে: "এটি কোনে ওজর নয়। কোনে ওজর হছেে— ব্যক্তি বধিানটি না-জানা এবং না জানা যে, এটি হারাম। সে নষিদিধ কর্মে লপিত হওয়ার করার কারণে কী ঘটবে সেটি না-জানা কোনে ওজর নয়। তাই কোনে ববিহতি, বালগে ও বুদ্ধসিম্পন্ন পুরুষ যদি জানে যে, ব্যভিচার করা হারাম— তার ব্যাপারে احصان তথা ববিহতি সাব্যস্ত হওয়ার শর্তাবলী পূর্ণতা পয়েছে এবং তাকে রজম করা তথা পাথর নক্ষিপে করা ওয়াজবি। যদি বলে, আমি জানতাম না যে, এর শাস্তি পাথর নক্ষিপে হত্যা। যদি আমি জানতাম এর শাস্তি পাথর নক্ষিপে তাহলে আমি এটা করতাম না। তখন আমরা তাকে বলব: এটা কোনে ওজর নয়; আপনাকে রজম করা ওয়াজবি; এমনকি আপনি যদি ব্যভিচারের শাস্তি আদাে না জাননে তবুও। এ কারণে যে ব্যক্তি রমযানের দিনেরে বলোয় স্ত্রী সহবাসে লপিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেসে করতে এসছেলি যে, তার উপর কী ওয়াজবি; তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উপর কাফফারা আবশ্যক করনে; যদিও সহবাসকালে সে জানত না যে, তার উপর কী আবশ্যক হবে। এতে প্রমাণতি হয় যে, যদি কোনে ব্যক্তি পাপে লপিত হওয়ার স্পর্ধা করে এবং আল্লাহর সীমারখো লঙ্ঘন করে তার উপর উক্ত পাপেরে প্রতিক্রিয়াগুলো আরোপতি হবে; এমনকি সে যদি উক্ত পাপ করার সময় এর প্রতিক্রিয়াগুলো সম্পর্কে না জানে তবুও।[আল-ফাতাওয়া, ২২/১৭৩-১৭৪]